একুশের ঢেউ EKUSHER DHEU

ISSN: 2454-7182
IMPACT FACTOR: 8.158
ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক আন্তর্জাতিক অনলাইন পিয়ার-রিভিউড গবেষণা পত্রিকা (রেফারিড জার্নাল, ত্রৈমাসিক)
An International Online Indexed Research Journal of Language, Literature and Culture covering Arts & Humanities as a broad area (Peer-reviewed, Refereed Journal, Quarterly)

Reflection of Social Life in Santali Folk Songs

সাঁওতালি লোকগানে সমাজ ও জীবনের প্রতিফলন

Name of the Author: Chhatu Tudu
Affiliation: State Aided College Teacher, Dept. of Santali Sarat Centenary College, Dhaniakhali, Hooghly, West Bengal, India

Abstract: Santali folk songs are an important part of the culture of the Santal community. These songs show their daily life, traditions, and beliefs in a simple and natural way. They talk about farming, seasons, festivals, family relationships, and the role of men and women in society. Santali folk songs are not just entertainment; they also keep the history and experiences of the people alive.

This paper studies how these songs refflect the social life of the Santal community. It explains how songs describe agricultural work, religious practices, and social customs. It also shows how people express their feelings, struggles, and unity through songs. In many cases, these songs also show resistance against social neglect and cultural loss.

Using Indian scholarly sources, this study highlights that Santali folk songs help in preserving cultural identity and values. They are passed from one generation to anaother through oral tradition. In this way, they act like a living record off the communitys knowledge and life.

The paper concludes that Santali folk songs are very important for understanding the social structure and culture of the Santal people. They give clear and deep ideas about how the community lives, thinks, and maintains its identity over time.

Keywords : Santali Folk Songs, Santal Community, Cultural Identity, Social Life, Oral Tradition, Agricultural Practices, Festivals and Rituals, Gender Roles, Cultural Preservation, Social Expression

সাঁওতালি লোকগানে সমাজ ও জীবনের প্রতিফলন

ছোটু টুডু

ভূমিকা(Introduction): সাঁওতাল সমাজ ভারতবর্ষের অন্যতম প্রাচীন আদি বাসী সম্প্রদায়, যাদের জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি এবং সামাজিক কাঠামো মূলত মৌখিক ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। লিখিত ইতিহাসের তুলনায় এই সমাজে মৌখিক ধারার গুরুত্ব অনেক বেশি, কারণ প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে তারা তাদের অভিজ্ঞতা, বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান ও সামাজিক মূল্যবোধকে মুখে মুখে সংরক্ষণ করে এসেছে। এই মৌখিক ঐতিহ্যের মধ্যে লোকগান একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম, যা শুধু শিল্পসত্তার প্রকাশ নয়, বরং সমাজজীবনের একটি জীবন্ত প্রতিচ্ছবি।

সাঁওতালি লোকগান মূলত তাদের দৈনন্দিন জীবন, প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক, কৃষিকাজ, উৎসব-পার্বণ, প্রেম-ভালোবাসা, দুঃখ-কষ্ট এবং সংগ্রামের কাহিনি তুলে ধরে। এই গানগুলোতে মানুষের ব্যক্তিগত অনুভূতি যেমন প্রকাশ পায়, তেমনি সামষ্টিক জীবনের চিত্রও সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। ফলে লোকগান শুধুমাত্র বিনোদনের উপকরণ নয়, এটি একটি সামাজিক দলিল, যা সাঁওতালদের ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং জীবনদর্শনকে ধারণ করে।

সাঁওতালি সাহিত্যের মহান সাহিত্যিকার ডঃ কৃষ্ণচন্দ্র টুডু তাঁর গবেষণার এক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, "সাঁওতালদের জীবন ও সংস্কৃতি বোঝার জন্য তাদের লোকগান একটি জীবন্ত দলিল"[১]। এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, লোকগান সাঁওতাল সমাজের অন্তর্গত বাস্তবতা ও অভিজ্ঞতাকে গভীরভাবে প্রতিফলিত করে। লোকগানের মাধ্যমে তাদের সামাজিক সম্পর্ক, লিঙ্গভিত্তিক ভূমিকা, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারি।

এছাড়াও, আধুনিকতার প্রভাব ও পরিবর্তনশীল সামাজিক বাস্তবতার মধ্যেও সাঁওতালি লোকগান তাদের সাংস্কৃতিক পরিচয় রক্ষা করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালণ করছে। এটি একদিকে যেমন অতীতের ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করে, অন্যদিকে বর্তমান সমাজের পরিবর্তনগুলোকেও ধরণ করে। এই প্রবন্ধে সাঁওতালি লোকগানের মাধ্যমে সাঁওতাল সমাজ ও জীবনের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করা হবে, যাতে এই সম্প্রদায়ের সামগ্রিক সামাজিক বাস্তবতা সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ও গভীর ধারণা পাওয়া যায়।

সাঁওতালি লোকগানের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য : সাঁওতালি লোকগানের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সাঁওতাল সমাজের সাংস্কৃতিক পরিচয়কে গভীরভাবে প্রতিফলিত করে। এই গানগুলি প্রধানত মৌখিক ঐতিহ্যের মাধ্যমে প্রজন্ম

থেকে প্রজন্মে সংরক্ষিত হয়েছে। লিখিত রূপে এদের উপস্থিতি খুবই সীমিত, কিন্তু স্মৃতি, পারিবারিক শিক্ষা এবং সামাজিক অনুষ্ঠান যেমন উৎসব, বিবাহ, ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এগুলি জীবন্ত থাকে। ফলে সাঁওতালি লোকগান কেবল সংগীত নয়, বরং এক ধরনের জীবন্ত ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে কাজ করে।

ডি.এন. মজুমদারের মতে, "Tribal songs are repositories of collective emotions and social consciousness"[২]। এই উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, লোকগান সাঁওতাল সমাজের সম্মিলিত অনুভূতি, বিশ্বাস ও সামাজিক চেতনার ধারক। সাঁওতালি লোকগানের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এটি প্রকৃতিনির্ভরতা। প্রকৃতি- যেমন বন, নদী, পাহাড়, ঋতু পরিবর্তন-এই গানগুলির মূল বিষয়বস্তু। সাঁওতালদের জীবনযাত্রা যেহুতু প্রকৃতির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত, তাই তাদের গানেও প্রকৃতির প্রতিফলন স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

এছাড়া, এই গানগুলি সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানভিত্তিক। বিভিন্ন উৎসব যেমন বাহা, সোহরাই ইত্যাদিতে নির্দিষ্ট ধরনের গান গাওয়া হয়, যা সমাজের ঐক্য অ সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। ভাষার দিক থেকে এই গানগুলি সহজ, সরল এবং প্রায়ই পুনরাবৃত্তিমূলক, যা সহজে মনে রাখা অ গাওয়ার উপযোগী করে তোলে। সার্বিকভাবে, সাঁওতালি লোকগান তাদের সমাজের জীবনধারা, বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিফলন।

সামাজিক কাঠামোর প্রতিফলন : সাওতালি লোকগানে তাদের সমাজের কাঠামো অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। পরিবার, কুল(গোত্র), এবং গ্রামভিত্তিক সংগঠন এই গানের প্রধান উপাদান। সাঁওতাল সমাজে কুলব্যবস্থা বিবাহ ও সামাজিক সম্পর্ক নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই প্রসঙ্গে নিতীন বসু বলেন, "সাঁওতাল সমাজে কুলব্যবস্থা সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তি, যা লোকগানে প্রতিফলিত হয়"[৩]। বিবাহসংক্রান্ত সাঁওতালি লোকগানে কুল সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। যেমন-

"দিশম পেড়া ক হারে ফারে
হরিবোল কেদা ক বারে বারে
উলে ঢৌওরৌগ তিরিম রুকু আদিঞ
টিকৌ সিঁদুর তেম বুঁদি কিদিঞ"[৪]

গানটির বাংলা বলতে মোড়ল ও আত্মীয়স্বজন সামনে বারবার হরিবোল করল, পাতা সহ আমের ডাঁটি দিয়ে জল ছিটিয়ে সিঁদুর দান করে আমরা বিয়ে করলাম। এই ধরনের গানের উল্লেখ পাওয়া যায় ডি. সি. সেনগুপ্ত

সম্পাদিত Santali Folk Songs গ্রন্থে, যেখানে বিবাহগীতির মাধ্যমে কুলভিত্তিক সামাজিক নিয়মের প্রতিফলন দেখানো হয়েছে। এখানে ভিন্ন কুলের মধ্যে বিবাহের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা ও নিয়মের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে।

অন্যদিকে, উৎসবের গানগুলোতে সমাজের ঐক্য ও সমষ্টিগত জীবনের প্রতিফলন দেখা যায়। যেমন- "বাহা উৎসবের গানে - বাহা পরব রে, সানাই কানা জুরি"[৫]। এই ধরনের গানের উল্লেখ পাওয়া যায় সরোজিনী হাসদার সাঁওতালি সঙ্গিত গ্রন্থে, যেখানে উৎসবের মাধ্যমে গ্রামীণ ঐক্য, সহযোগিতা ও আনন্দের চিত্র ফুটে উঠেছে। এই সব উদাহরণ থেকে বোঝা যায়, সাঁওতালি লোকগান শুধু সাংস্কৃতিক প্রকাশ নয়, বরং এটি তাদের সামাজিক কাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল, যেখানে পরিবার, কুল ও গ্রামীণ ঐক্যের বাস্তব প্রতিফলন সংরক্ষিত রয়েছে।

অর্থনৈতিক জীবন ও কৃষিনির্ভরতা : সাঁওতাল সমাজের অর্থনৈতিক জীবন মূলত কৃষিনির্ভর, এবং এই বাস্তবতা তাদের লোকগানে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। জমি চাষ, বীজ রোপন, ধান রোপন, ফসল কাটা এবং প্রাকৃতিক ঋতুচক্রের সঙ্গে তাদের জীবনের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। তাই কৃষিকাজ শুধু জীবিকার মাধ্যম নয়, এটি তাদের সংস্কৃতি ও আবেগেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। K. S. Singh তাঁর People of India: The Santals গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, 'Agricultural cycles dominate the themes of Santali folk songs'[৬] যা এই বিষয়টির প্রাসঙ্গিকতা স্পষ্ট করে।

ধান রোপনের সময় গাওয়া গানগুলোতে শ্রমের আনন্দ, সমবায় চেতনা এবং প্রকৃতির প্রতি নির্ভরতা প্রকাশ পায়। যেমন- "হড় হপন রে, ধরম করম রে, এনেজ কানা ক"। এই গানটি মাঠে একসাথে কাজ করার উচ্ছ্বাস ও সামাজিক ঐক্যকে তুলে ধরে।

অন্যদিকে, ফসল কাটার গানগুলিতে পরিশ্রমের ফল লাভের আনন্দ ও উৎসবের আবহ ফুটে ওঠে। এইভাবে নতুন ধান ঘরে তোলার আনন্দ ও সমষ্টিগত উদযাপন প্রকাশিত হয়। এছাড়া বর্ষার গানগুলোতে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা ও কৃষিজীবনের অনিশ্চয়তাও প্রতিফলিত হয়। এইভাবে সাঁওতালি লোকগান তাদের অর্থনৈতিক জীবন ও কৃষিনির্ভরতার জীবন্ত দলিল হিসেবে কাজ করে।

ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান : সাঁওতালি লোকগানে ধর্মীয় বিশ্বাসের গভীর ও অন্তর্নিহিত প্রভাব স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। সাঁওতালরা মূলত প্রকৃতি-পূজারী; তারা পাহাড়, জঙ্গল, নদী, গাছপালা এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিকে দেবতা হিসেবে মান্য করে। তাদের প্রধান দেবতা মারাং বুরু এবং জাহের এরা, যাদের উদ্দেশ্যে তারা

গান, নৃত্য ও আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভক্তি প্রকাশ করে। এই বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিকতা লোকগানের প্রতিটি স্তরে গভীরভাবে মিশে থাকে।

রমেশচন্দ্র মজুমদার উল্লেখ করেছেন, "Tribal religion is deeply embedded in nature worship, which is reflected in their songs"[৭]। এই বক্তব্য সাঁওতালি লোকগানের প্রকৃতি স্বরূপকে স্পষ্ট করে। সাঁওতালি সমাজে বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে বিশেষ গান গাওয়া হয়, যেমন-বাহা পরব প্রকৃতির নবজাগরণকে উদযাপন করে; সোহরাই উৎসব গবাদিপশু ও কৃষিজীবনের সঙ্গে যুক্ত, এবং এরোক সিম কৃষিকাজ শুরুর পূর্ববর্তী আচারকে কেন্দ্র করে পালিত হয়। এই উৎসবগুলিতে গাওয়া গানগুলোতে দেবতার প্রতি কৃতজ্ঞতা, প্রার্থনা এবং সামাজিক ঐক্যের বার্তা প্রকাশ পায়। ফলে, সাঁওতালি লোকগান শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক প্রকাশ নয়, বরং তাদের ধর্মীয় জীবন ও বিশ্বাসের এক জীবন্ত দলিল।

নারী ও লিঙ্গভিত্তিক ভূমিকা : সাঁওতালি লোকগানে নারীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বহুমাত্রিকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এই গানগুলোতে নারীর আবেগ, অভিজ্ঞতা ও সামাজিক অবস্থান স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। প্রেমের গানে নারীর অনুভূতি, আকাঙ্ক্ষা এবং সম্পর্কের সূক্ষ্মতা সুন্দর ভাবে প্রকাশ পায়। অনেক সময় এসব গানে প্রেমের আনন্দ যেমন থাকে, তেমনি বিচ্ছেদের বেদনা ও অপেক্ষার কষ্টও ধরা পড়ে। বিবাহ সম্পর্কিত গানে নারীর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন, নতুন পরিবেশে মানিয়ে নেওয়ার অভিজ্ঞতা এবং কখনও কখনও দু;খ ও মানসিক দ্বন্দ্ব প্রকাশিত হয়। বিবাহবিচ্ছেদ বা স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছিন্নতার প্রসঙ্গেও নারীর দুঃখ, একাকীত্ব এবং সামাজিক চাপে তার অবস্থান গানে প্রতিফলিত হয়।

এছাড়া, সাঁওতাল সমাজে নারীরা কৃষিকাজ, গৃহস্থালি কাজে ও অন্যান্য উৎপাদনমূলক কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা লোকগানে বারবার উঠে আসে। নারীর শ্রমকে শুধু দায়িত্ব হিসেবে নয়, বরং তাদের শক্তি ও অবদানের প্রতীক হিসেবেও উপস্থাপন করা হয়। মহাশ্বেতা দেবী উল্লেক্ষ করেছেন যে, "আদিবাসী নারীর কণ্ঠস্বর তাদের লোকগানের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্বকে আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করে"[2]।

প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক : সাঁওতালদের জীবন প্রকৃতির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত, যা তাদের লোকগানে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। বন, নদী, পাহাড়, পাখি এবং ঋতুচক্র - এইসব উপাদান তাদের গানের প্রধান বিষয়। এজন্য Verrier Elwin মনে করেন: "The tribal songs are full of forests, rivers and seasons"[৮]। সাঁওতালি লোকগানে পাখির উল্লেখ প্রায়ই প্রেম ও স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন, এক গানে প্রেমিকাকে 'কোকিল পাখি'-র সঙ্গে তুলনা করা হয়, যার মধুর ডাক প্রিয়জনকে স্মরণ

করিয়ে দেয়। আবার গাছ ও বনকে জীবনের আশ্রয় হিসেবে দেখা হয়- শাল গাছের ছায়ায় মিলন, উৎসব বা বিশ্রামের চিত্র গানে উঠে আসে। ঋতু পরিবর্তনও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বর্ষাকালে বৃষ্টি ও ফসলের আশায় গান গাওয়া হয়, যেমন- ধান রোপণের সময় দলবদ্ধভাবে কাজ করতে করতে নারীরা গান করে। শীত বা বসন্তকালে উৎসবের গান প্রকৃতির রূপের সঙ্গে মিল রেখে গাওয়া হয়।

এইভাবে সাঁওতালি লোকগান শুধু প্রকৃতির বর্ণনা দেয় না, বরং মানুষের অনুভূতি, জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতিকে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম করে তুলে ধরে।

সামাজিক সমস্যা ও প্রতিরোধ : সাঁওতালি লোকগান শুধু আনন্দ ও উৎসবের প্রকাশ নয়, বরং এটি সামাজিক সমস্যা ও প্রতিবাদের এক শক্তিশালী মাধ্যম। এই গানের মাধ্যমে সাঁওতাল সমাজ তাদের জীবনের বাস্তবতা- বিশেষ করে জমি অধিকার হরণ, মহাজন ও জমিদারদের শোষণ, এবং প্রশাসনিক দমননীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। Ranajit Guha বলেছেন "Subaltern voices often find expression in folk traditions"[৯]। এই উক্তির মাধ্যমে বোঝা যায় যে, প্রান্তিক মানুষের কণ্ঠস্বর লোকসংস্কৃতির মধ্য দিয়েই প্রকাশ পায়। উদাহরণ হিসেবে একটি সাঁওতালি লোকগানে শোনা যায়--

"সান্তাল পরগণা দিশম তাবন
সানাম দিশম খন বির গে তাবন
বির পাকাড় মাঃ কাতে
কুল তারুপ লাগা কাতে
হাসা দিপিল দিপিল তেলে জুমি আকাদ"

অর্থাৎ সাঁওতাল পরগণা আমাদের দেশ, অন্য দেশের তুলনায় বন-জঙ্গলে ভরা, ব্রিটিশ-শাসক তাড়িয়ে জমি জায়গা রক্ষা করব।এই ধরনের গানে জমি হারানোর বেদনা ও প্রতিরোধের মনোভাব স্পষ্ট। আবার অনেক গানে ব্রিটিশ শাসনের কিংবা পরবর্তী সময়ের শোষণের বিরুদ্ধেও ক্ষোভ প্রকাশ পায়। যেমন সিদু-কানুর বিদ্রোহ সম্পর্কিত গানে সংগ্রামের চেতনা ফুটে ওঠে।

এইভাবে সাঁওতালি লোকগান শুধু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নয়, বরং এটি সামাজিক ন্যায় ও অধিকার প্রতিষ্ঠার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম, যেখানে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের সুর প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের বহমান থাকে।

সাংস্কৃতিক পরিচয় ও ধারাবাহিকতা : সাঁওতালি লোকগান সাঁওতাল সমাজের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। এই গানগুলির মাধ্যমে তাদের প্রাচীন ঐতিহ্য, বিশ্বাস, জীবনযাত্রা এবং

ইতিহাস প্রজন্মের পর প্রজন্মে সংরক্ষিত ও পরিবাহিত হয়। লিখিত ইতিহাসের অভাবে লোকগানই হয়ে ওঠে তাদের স্মৃতি ও পরিচয়ের ধারক। প্রতিটি গান শুধুমাত্র বিনোদনের মাধ্যম নয়, বরং এটি সামাজিক মূল্যবোধ, আচার-অনুষ্ঠান এবং সামষ্টিক অভিজ্ঞতার প্রতিফলন।

বিশেষ করে উৎসব, বিবাহ, কৃষিকাজ বা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান প্রতিটি ক্ষেত্রেই লোকগান একটি অপরিহার্য অংশ। এই গানগুলির মধ্যে ব্যবহৃত ভাষা, সুর ও বিষয়বস্তু সাঁওতালদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতিকে চিহ্নিত করে এবং তাদের আলাদা পরিচয় বজায় রাখতে সহায়তা করে। আধুনিকতার প্রভাব সত্ত্বেও এই গানগুলি এখনও সমাজের মধ্যে জীবিত, যা সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতার প্রমাণ বহন করে। K. S. Singh উল্লেখ করেছেন, "Folk songs act as carriers of cultural identity"[১০]। এই বক্তব্যটি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে লোকগান শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক প্রকাশ নয়, বরং এটি একটি জীবন্ত ঐতিহ্য, যা সাঁওতাল সমাজকে তাদের শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত রাখে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে সেই পরিচয় পৌঁছে দেয়।

আধুনিকতার প্রভাব : বর্তমানে আধুনিকতার প্রভাবে সাঁওতালি লোকগানে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। আগে যে গানগুলি সম্পূর্ণরূপে মৌখিকভাবে প্রচলিত ছিল, এখন সেগুলি রেকর্ডিং, মোবাইল ফোন, এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের মাধ্যমে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। শহুরে সংস্কৃতির প্রভাব, জনপ্রিয় সংগীতের ধরণ, এবং নতুন বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার লোকগানের সুর ও কথায় পরিবর্তন আনছে। অনেক ক্ষেত্রে সাঁওতালি ভাষার পরিবর্তে আঞ্চলিক বা প্রভাবশালী ভাষার ব্যবহারও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তবে এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য হারানোর আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। প্রাচীন রীতি, আচার-অনুষ্ঠান, এবং প্রকৃতিনির্ভর বিষয়বস্তু ধীরে ধীরে কমে যেতে পারে। তাই আধুনিকতার সুবিধা গ্রহণের পাশাপাশি সাঁওতালি লোকগানের মৌলিক বৈশিষ্ট্য ও সাংস্কৃতিক পরিচয় সংরক্ষণ করা অত্যন্ত জরুরি।

উপসংহার : সাঁওতালি লোকগান শুধুওমাত্র বিনোদনের মাধ্যম নয়, বরং এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সমাজতাত্ত্বিক দলিল হিসেবে বিবেচিত হয়। এই লোকগানের মাধ্যমে সাঁওতাল সমাজের সামগ্রিক জীবনচিত্র স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপন, কৃষিনির্ভর অর্থনীতি, ধর্মীয় বিশ্বাস, সামাজিক কাঠামো, লিঙ্গভিত্তিক ভূমিকা এবং প্রকৃতির সঙ্গে গভীর সম্পর্ক-সবকিছুই এই গানগুলির মধ্যে জীবন্ত হয়ে ওঠে। তাই বলা যায়, সাঁওতালি লোকগান হলো তাদের সমাজের একটি আয়না, যেখানে অতীত ও বর্তমানের অভিজ্ঞতা একত্রে সংরক্ষিত হিয়েছে।

এই গবেষণার আলোচনায় স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, লোকগান সাঁওতালদের জীবনের প্রতিটি স্তরের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। কৃষিকাজের আনন্দ-বেদনা, উৎসবের উচ্ছ্বাস, প্রেম ও বিবাহের অনুভূতি, এমনকি শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-সবকিছুই এই গানগুলির মাধ্যমে প্রকাশ পায়। ফলে, লোকগান শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক প্রকাশ নয়, এটি তাদের অভিজ্ঞতা ও সংগ্রামের একটি মৌখিক ইতিহাস হিসেবেও কাজ করে।

সাঁওতালি লোকগান তাদের সাংস্কৃতিক পরিচয় সংরক্ষণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই গানগুলি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে মৌখিকভাবে পরিবাহিত হয়ে সাঁওতালদের ঐতিহ্য ও মূল্যবোধকে জীবিত রাখে। আধুনিকতার প্রভাবে যদিও এই গানগুলির রুপ ও বিষয়বস্তুতে কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, তবুও এর মূল সত্তা এখনও অটুট রয়েছে। শহুরে সংস্কৃতি, গণমাধ্যম এবং ভাষাগত পরিবর্তনের প্রভাব সত্ত্বেও সাঁওতালি লোকগান তাদের স্বকীয়তা বজায় রেখে চলেছে।

অতএব, উপসংহারে বলা যায় যে, সাঁওতালি লোকগান শুধু একটি সংগীতধারা নয়, এটি একটি জীবন্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং সমাজের প্রাণশক্তি। এটি সাঁওতালদের আত্মপরিচয়, ইতিহাস ও সামাজিক বাস্তবতার ধারক ও বাহক হিসেবে আজও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ভবিষ্যতে এই ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে আরও বিস্তৃতভাবে তুলে ধরা প্রয়োজন, যাতে সাঁওতাল সমাজের এই অমূল্য সাংস্কৃতিক সম্পদ চিরকাল অটুট থাকে।

তথ্যসূত্র

১. Tudu, K. C. The Santals. New Delhi: Gyan Publishing House, 2001, P-112
২. Majumdar, D. N. Races and Cultures of India. Asia Publishing House, 1958, P-245
৩. বসু, নিতীন। সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতি। কোলকাতা, ফার্মা, ২০০৫,পৃ-৬৭
৪. হেমব্রম, পরিমল। সাঁওতালি সাহিত্যের ইতিহাস, কোলকাতাঃ নির্মল বুক এজেন্সি, ২০০৭, পৃ-৯১, ৯২
৫. হাসদা, সরোজিনী। সাঁওতালি সংগীত, কোলকাতা; প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার, ২০০১, পৃ-৪৫
৬. Singh, K. S. People of India: The Santals. Anthropological Survey of India, 1993, P- 140
৭. Majumdar, R. C. Ancient India: Motilal Banarsidass, 1977, P-89
৮. Elwin, Verrier. The Tribal Wold of Verrier Elwin. Oxford University Press, 1964, P-154
৯. Guha, Ranajit. Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India. Oxford University Press, 1983, P-56
১০. Singh, K. S. People of India: The Santals. Anthropological Survey of India, 1993, P- 140